Syllabus for BCS (Written) Examination
Bangladesh Affairs -1 (Compulsory)
Subject Code: 005

Chapter	Topic	পাঠ্য বইয়ের অধ্যায়/অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
01	Geography of Bangladesh that should include topographical features of different areas/regions and their developments over time.	০১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি	০৩
02	Demographic features including ethnic and cultural diversity.	০২. জনতত্ত্ব ও সংস্কৃতি	৩৩
03	History and culture of Bangladesh from ancient to recent times.	০৩. আবহমান বাংলার ইতিহাস	৫৮
05	Bangladesh's environment and nature and challenges and prospects with particular emphasis on conservation. preservation and sustainability	০৬. বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রকৃতি, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা	১৩৯
06	Natural resources of Bangladesh with focus on their sustainable harnessing and management.	০৭. বাংলাদেশের সম্পদ	১৬৭
12	Contemporary Communication, ICT, Role of Media.	০৯. টেকসই উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ [প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ]	২১৩
	Right to Information (RTI), E-Governance.	[ই-গভর্ন্যান্স]	২২৮
15	Gender issues and Development in Bangladesh	০৮. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন [নারীর ক্ষমতায়ন]	২০৩
16	**The Liberation War and its Background**	০৪. মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট	
	Language Movement 1952	রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন	৮১
	1954 Election	যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন	৮৭
	Six-Point Movement, 1966	ছয় দফা কর্মসূচি	৯৪
	Mass upsurge 1968-69	গণ-অভ্যুত্থান	৯৪
	General elections 1970	১৯৭০ সালের নির্বাচন	৯৭
	Non-cooperation Movement, 1971	অসহযোগ আন্দোলন	৯৮
	Bangabandhu's historic speech of 7th March.	৭ মার্চের ভাষণ	৯৮
	The Liberation War	০৫. মহান মুক্তিযুদ্ধ	
	Formation and functions of Mujibnagar government	অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার	১০২
	Role of major powers and of the UN	মুক্তিযুদ্ধকালীন বিশ্ব	১১৮
	Surrender of Pakistani Army	পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ	১১২
	Bangabandhu's return to liberated Bangladesh.	শেখ মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	১৩৩
	Withdrawal of Indian armed forces from Bangladesh	ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার	১৩৩

সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অধ্যায়-০১: বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি	
১.১	বাংলাদেশের অবস্থান ও সীমানা	০৩
১.২	বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি	০৫
১.৩	বঙ্গোপসাগর, সমুদ্র বিজয় ও সমুদ্র অর্থনীতি	১১
১.৪	বাংলাদেশের মাটি	১৬
১.৫	বাংলাদেশের জলাভূমি	১৭
১.৬	বাংলাদেশের দ্বীপসমূহ	২০
১.৭	ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধা, তাৎপর্য ও সীমাবদ্ধতা	২৩
	অধ্যায়-০২: জনতত্ত্ব ও সংস্কৃতি	
২.১	জনতত্ত্ব (Demography)	৩৩
২.২	সংস্কৃতি	৪৭
	অধ্যায়-০৩: আবহমান বাংলার ইতিহাস	
৩.১	প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস	৫৮
৩.২	প্রাচীন বাংলার জনপদসমূহ	৬০
৩.৩	বাংলায় মুসলিম শাসন	৬২
৩.৪	উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন	৬৪
৩.৫	বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব লাভ	৬৫
৩.৬	উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব লাভ	৬৭
৩.৭	কোম্পানি আমলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন	৬৯
৩.৮	ব্রিটিশ রাজ ও অবিরাম বিদ্রোহ	৭১
	অধ্যায়-০৪: মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট	
৪.১	পাকিস্তান: ধারণা ও বিভ্রান্তি	৭৮
৪.২	রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন	৮১
৪.৩	যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন	৮৭
৪.৪	পাকিস্তানের সংবিধান ও সামরিক শাসন	৯০
৪.৫	আইয়ুবের অপশাসন ও বাঙালির জেগে ওঠা	৯২
৪.৬	ছয় দফা কর্মসূচি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা	৯৪
৪.৭	গণ-অভ্যুত্থান	৯৪
৪.৮	১৯৭০ সালের নির্বাচন	৯৭
৪.৯	উত্তাল মার্চ ও ২৫ মার্চের গণহত্যা	৯৮
৪.১০	বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা	৯৯

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অধ্যায়-০৫: মহান মুক্তিযুদ্ধ	
৫.১	সশস্ত্র গণপ্রতিরোধ ও অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার	১০২
৫.২	মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল	১০৪
৫.৩	চূড়ান্ত বিজয় ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ	১১২
৫.৪	মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাথা	১১৪
৫.৫	মুক্তিযুদ্ধকালীন বিশ্ব	১১৮
৫.৬	মুক্তিযুদ্ধে জনমানুষের অংশগ্রহণ	১২৬
	অধ্যায়-০৬: পরিবেশ, প্রকৃতি, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা	
৬.১	বাংলাদেশের পরিবেশ	১৩৯
৬.২	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ	১৪৪
৬.৩	জলবায়ু পরিবর্তন	১৪৯
৬.৪	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা	১৫৫
৬.৫	সবুজ অর্থনীতি (Green Economy)	১৫৭
৬.৬	পানি আগ্রাসন ও বাংলাদেশ	১৫৮
	অধ্যায়-০৭: বাংলাদেশের সম্পদ	
৭.১	কৃষিজ সম্পদ	১৬৭
৭.২	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	১৬৯
৭.৩	বনজ সম্পদ	১৭২
৭.৪	খনিজ সম্পদ	১৭৫
৭.৫	বিদ্যুৎ সম্পদ	১৭৯
৭.৬	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ	১৮৪
	অধ্যায়-০৮: মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন	
৮.১	মানবসম্পদ	১৯০
৮.২	দারিদ্র্য বিমোচন	১৯৭
৮.৩	সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বা বেষ্টনী	২০০
৮.৪	নারীর ক্ষমতায়ন	২০৩
৮.৫	সামাজিক অস্থিরতা	২০৮
	অধ্যায়-০৯: টেকসই উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ	
৯.১	টেকসই উন্নয়ন	২১৩
৯.২	প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ	২১৮
৯.৩	ই-গভর্ন্যান্স (E-Governance)	২২৮

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ
বাংলাদেশ বিষয়াবলি ১ম খণ্ড

অধ্যায়	বিষয়	৫০তম	৪৭তম	৪৬তম	৪৫তম	৪৪তম	৪৩তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম	মোট
১	বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি	১	-	১	-	৩	৪	১	৪	-	১	৪	৩	২২
২	জনতত্ত্ব ও সংস্কৃতি	-	১	-	-	১১	৩	-	২	৩	৩	১	-	২৪
৩	আবহমান বাংলার ইতিহাস	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২	২
৪	মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট	-	-	-	১	১	১	২	৫	১	১	৩	২	১৭
৫	মহান মুক্তিযুদ্ধ	১	১	১	-	৪	-	-	-	৬	১	৫	-	১৯
৬	পরিবেশ, প্রকৃতি, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা	১	১	১	-	-	২	-	১	৩	১	-	৪	১৪
৭	বাংলাদেশের সম্পদ	১	-	-	১	৬	-	২	-	৪	১	-	২	১৭
৮	মানবসম্পদ	-	২	১	৩	১	-	৪	২	৪	৩	৩	২	২৫
৯	টেকসই উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ	১	-	-	২	-	২	২	-	৩	১	১	১	১৩
	মোট প্রশ্নের সংখ্যা	০৫	০৫	০৪	০৭	২৬	১২	১১	১৪	২৪	১২	১৭	১৬	১৫৩

অধ্যায় ০১ বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক এবং ভূ-অর্থনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। [৫০তম বিসিএস]

০২। বাংলাদেশের সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৪৬তম বিসিএস]

০৩। (ক) 'সুনীল অর্থনীত' কী? [৪৪তম বিসিএস]
(খ) সুনীল অর্থনীতি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কীভাবে অবদান রাখতে পারে তা আলোচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]
(গ) সামুদ্রিক সম্পদ আহরণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কার্যক্রম বর্ণনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]

০৪। (ক) বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান কী? [৪৩তম বিসিএস]
(খ) বরেন্দ্র এলাকা কোন কোন জেলা নিয়ে গঠিত? [৪৩তম বিসিএস]
(গ) বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার ভৌগোলিক বিবরণ (topographical features) দিন। [৪৩তম বিসিএস]

০৫। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি বর্ণনা করুন। [৪০তম বিসিএস]

০৬। ভূ-রাজনীতিতে বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থান ও এর ঝুঁকিসমূহ আলোচনা করুন। [৪০তম বিসিএস]

০৭। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও এর সুবিধাবলি বর্ণনা করুন। [৩৭তম বিসিএস]

০৮। (ক) বাংলাদেশর ভূ-প্রকৃতিতে প্রবাল দ্বীপের গুরুত্ব কী? [৩৬তম বিসিএস]
(খ) বাংলাদেশের নিস্ক্রিয় ব-দ্বীপসমূহ বলতে কী বুঝেন? [৩৬তম বিসিএস]
(গ) বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিতে বরেন্দ্র অঞ্চল এবং বরেন্দ্র জাদুঘর এর গুরুত্ব বর্ণনা করুন? [৩৬তম বিসিএস]

০৯। বাংলাদেশের ছিটমহল সমস্যা সমাধানে বর্তমান সরকারের অর্জন–আলোচনা করুন। [৩৬তম বিসিএস]

১০। (ক) দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। [৩৫তম বিসিএস]
(খ) বঙ্গোপসাগরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব কী? [৩৫তম বিসিএস]

১১। বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন। সংক্ষেপে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য আলোচনা করুন। [৩৪তম, ৩২তম, ২৯তম বিসিএস]

১২। বাংলাদেশকে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বলা হয় কেন? সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক তথ্যসমূহ উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করুন। [৩৩তম, ৩২তম বিসিএস]

১৩। বাংলাদেশের হাওড় অঞ্চলের প্রধান সমস্যাসমূহ কী কী এবং কিভাবে ঐ এলাকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি দ্রুততর করা যায়? [৩১তম বিসিএস]

১৪। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানার বিবরণ দিন। [৩০তম বিসিএস]

১৫। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির হাল অবস্থার বিবরণ দিন। [৩০তম বিসিএস]

১৬। বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব আলোচনা করুন। [২৮তম বিসিএস]

১৭। বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর সংক্ষেপে মতামত দিন। [১৮তম বিসিএস]

১৮। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশের প্রভাব আলোচনা করুন। [১৭তম বিসিএস]

টীকাসমূহ

০১। সুনীল অর্থনীতি/ সমুদ্র অর্থনীতি [৪৩তম, ৪০তম বিসিএস]
০২। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বিজয় [৪১তম বিসিএস]
০৩। ছিটমহল সমস্যার সমাধান [৪০তম বিসিএস]
০৪। বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় [৩৫তম বিসিএস]
০৫। আঙ্গরপোতা দহগ্রাম [১৩তম বিসিএস]
০৬। বরেন্দ্রভূমি [১০তম বিসিএস]

২.১ জনতত্ত্ব (Demography)

রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদানের একটি হলো এর জনগোষ্ঠী। রাষ্ট্রের মূল কাজ তার জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ রাখা ও জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো। এই লক্ষ্যকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নীতি নির্ধারণ ও কর্ম সম্পাদনের দায়িত্বে জনপ্রতিনিধিরা নিয়োজিত থাকেন। বৃহৎ পরিসরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য চাই বৃহৎ পরিসরে তথ্য। জনগোষ্ঠীর আকৃতি, প্রকৃতি ও গতিধারা নিয়ে বৃহৎ পরিসরে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের বিজ্ঞানকেই বলে জনমিতি বা জনতত্ত্ব। রাষ্ট্রের সর্বস্তরের মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করে প্রাপ্ত তথ্য জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য করে উপস্থাপন করা রাষ্ট্রের পরিসংখ্যান বিষয়ক দপ্তরের কাজ। এই তথ্যমালা রাষ্ট্রের সামষ্টিক পরিস্থিতি নিয়ে ধারণা নির্মাণে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে।

জনশুমারি

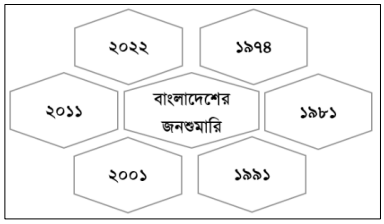

জাতিসংঘের সংজ্ঞানুযায়ী, একটি নির্দিষ্ট সময় একটি জনগোষ্ঠীর বা দেশের জনসংখ্যা গণনা ও জনগণের সাথে সম্পৃক্ত তথ্য সংগ্রহ করা সামগ্রিক প্রক্রিয়া জনশুমারি বলে। কোনো দেশের বা কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষ গণনাকেই মূলত জনশুমারি বলা হয়। কোন একটি দেশের জনসংখ্যা কমছে না বাড়ছে, সে সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা পেতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর জনশুমারি করা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন ২০১১ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৪,২৩,১৯,০০০ জন। যা ২০২২ সালের জনশুমারিতে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬,৯৮,২৮,৯১১ জনে। এ থেকে সহজেই জানা যায় যে, দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে না কমছে এবং এই বৃদ্ধির হার কত। সেই সাথে সেবামূলক বিভিন্ন খাত যেমন, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদিতে জনগণের অংশগ্রহণ, দারিদ্র্যের হার, নারী-পুরুষের অনুপাত, জন্ম-মৃত্যুহার ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। এমনকি কোনো নির্দিষ্ট শহর বা গ্রামের জনসংখ্যাও জানা যায় এর মাধ্যমে এবং ভোটার তালিকা তৈরির কাজেও জনশুমারি ভূমিকা রাখে। একটি দেশে জনশুমারি সাধারণত দশ বছর পর পর হয়। বাংলাদেশে প্রথম জনশুমারি ১৯৭৪ সালে হয়েছিল এবং সর্বশেষ (৬ষ্ঠ) জনশুমারি ও গৃহগণনা হয় ১৫-২১ জুন, ২০২২।

বাংলাদেশে জনশুমারির ঐতিহাসিক পরিক্রমা

বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি জনবহুল দেশ। ৬ষ্ঠ জনশুমারি ২০২২ অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৯১১ জন এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম দেশ হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশে জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়লেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.১২%। পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে মাঠ পর্যায়ে সরকারের নানা কার্যক্রমের ফলে গত দশ বছরে মানুষের মধ্যে অধিক সন্তান নেওয়ার ব্যাপারে সচেতন হয়েছে। তাছাড়া সংসারে নারী ও পুরুষ উভয়ই কর্মজীবী হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবার ছোট রাখার প্রতি ঝোঁক বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিচে ১৯৭৪ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যার মোট পরিমাণ ও বৃদ্ধির হার দেওয়া হলো। যা বাংলাদেশের জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি জানতে সাহায্য করবে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে নিচের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো-

সাল	জনসংখ্যা (কোটি)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৭৪	৭.১৪৮	২.৪৮
১৯৮১	৮.৭১২	২.৮৪
১৯৯১	১০.৬৩	২.০১
২০০১	১২.৪৩	১.৫৮
২০১১	১৪.৪০	১.৪৬
২০২২	১৬.৯৮	১.১২

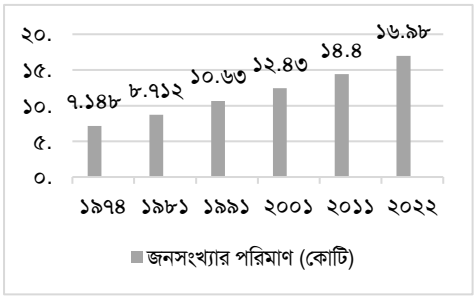

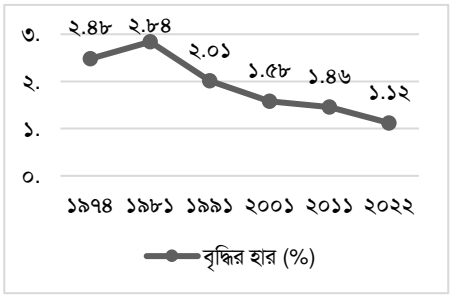

[তথ্যসূত্র: বিগত আদমশুমারি এবং জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২]

জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২

'জনশুমারিতে তথ্য দিন, পরিকল্পিত উন্নয়নে অংশ নিন' স্লোগানকে উপজীব্য করে দেশে ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ জুন থেকে ২১ জুন, ২০২২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়া জনশুমারিটি দেশের প্রথম ডিজিটাল শুমারি।

ডিজিটাল পদ্ধতির এই শুমারিতে জনগণের কাছ থেকে মোট ৩৫ ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রথমবারের মতো বেশ কিছু ডিজিটাল প্রযুক্তি এই শুমারিতে ব্যবহৃত হয়েছে।

- **GIS:** পূর্ণরূপ Geographic Information System, শুমারি সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্তসমূহ Digital Map এর সাথে সমন্বিত করে ব্যবহার করা হয়।
- **ICMS:** পূর্ণরূপ Integrated Census Management System, এর মাধ্যমে শুমারি কার্যক্রমে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট গণনাকারী, সুপারভাইজার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের কর্মসম্পাদন মনিটরিং করা হয়।
- **CAPI:** পূর্ণরূপ Computer Assisted Personal Interviewing, এই প্রযুক্তিতে Mobile Device Management সফটওয়্যারের মাধ্যমে শুমারি কাজে ব্যবহৃত ট্যাব ও সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

জনসংখ্যা বিষয়ক পরিসংখ্যান

জনশুমারি ও গৃহগণনা– ২০২২ এর চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী–

জনসংখ্যা	১৬৯.৮৩ মিলিয়ন বা ১৬,৯৮,২৮,৯১১ জন	জনসংখ্যার ঘনত্ব	১১১৯ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.)
পুরুষ	৮,৪১,৩৪,০০৩ জন (মোট জনসংখ্যার ৪৯.৫১%)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.১২%
মহিলা	৮,৫৬,৮৬,৭৮৪ জন (মোট জনসংখ্যার ৫০.৪৩%)	মহিলা : পুরুষ	১০০ : ৯৮
মোট ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	১৬,৫০,১৫৯ (মোট জনসংখ্যার ১%)	নির্ভরশীলতার অনুপাত	৫২.৬৩%
পরিবারে গড় সদস্য সংখ্যা	৩.৯৮ জন	স্থূল জন্মহার	১৮.৮ জন (প্রতি হাজারে)
খানার সংখ্যা	৪,১০,০৮,২১৭	স্থূল মৃত্যুহার	৫.৭ জন (প্রতি হাজারে)
সাক্ষরতার হার	৭৪.৮০%; পুরুষ- ৭৬.৭১%, মহিলা- ৭২.৯৪%	শিশু মৃত্যুর হার	২২জন (প্রতি হাজারে)
উন্নত টয়লেট সুবিধা	৮৫.৮%	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি	বিভাগ- ঢাকা (১.৭২%)
সুপেয় পানি গ্রহণকারী	৯৮.২%	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম	বিভাগ- বরিশাল (০.৭৯%)
আয়তনে বড়/ ছোট জেলা	বড় জেলা- রাঙ্গামাটি;	মহিলা প্রতি উর্বরতার হার	২.০৫%
	ছোট জেলা- নারায়ণগঞ্জ		

অর্থনৈতিক সমীক্ষা – ২০২৫ অনুযায়ী–

জনসংখ্যা	১৭২.২৮ মিলিয়ন/১৭ কোটি ২২ লক্ষ	জনসংখ্যার ঘনত্ব	১১৭১ জন/বর্গ কি.মি.
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.১২%	মহিলা : পুরুষ	১০০ : ৯৬.৩
সাক্ষরতার হার	৭৭.৯% (৭+ বয়স); পুরুষ- ৮০.১%, মহিলা- ৭৫.৮%	গড় আয়ুষ্কাল	মোট- ৭২.৩ বছর; পুরুষ- ৭০.৮ বছর, মহিলা- ৭৩.৮ বছর
স্থূল জন্মহার	১৯.৪ জন (প্রতি হাজারে)	স্থূল মৃত্যুহার	৬.১ জন (প্রতি হাজারে)
মহিলা প্রতি উর্বরতার হার	২.১৭%	শিশু মৃত্যুর হার	২৭ জন (প্রতি হাজারে জীবিত জন্মে)
চরম দারিদ্র্যের হার	৫.৬%	দারিদ্র্যের হার	১৮.৭%
ডাক্তার ও জনসংখ্যার অনুপাত	১:১৭২৪(অ.স. ২০২২)	উন্নত টয়লেট সুবিধা	৯৩.৬%
সুপেয় পানি গ্রহণকারী	৯৮.২%		

বাংলাদেশের সবুজ অর্থনীতি

পরিবেশ দূষণ কিংবা উষ্ণায়নের ক্ষেত্রে বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভূমিকা নগণ্য মাত্রায় হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সম্ভাব্য সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ক্রমাগত পরিবেশ বিপর্যয়, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংসসাধন দেশের অস্তিত্বের জন্য হুমকি সৃষ্টি করেছে। বিগত দশকগুলোর তুলনায় পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের শূন্যতা বেড়েছে বহুগুণ। বন উজাড়করণ, বাস্তুসংস্থান ধ্বংস এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি– এ শূন্যতাকে আরো ত্বরান্বিত করেছে। অল্প আয়তনের ছোট্ট বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যা প্রাকৃতিক বনজ সম্পদের ধ্বংস সাধন করছে প্রতিনিয়ত। ফলশ্রুতিতে একটি দেশের জন্য সর্বনিম্ন ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকার প্রয়োজনীয়তা থেকে অনেক দূরে বাংলাদেশ। এর পাশাপাশি দেশে কৃষি পণ্য উৎপাদন বাড়লেও রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের অপব্যবহারে পানি দূষণের সাথে সাথে জমির মানের বা উর্বরতার অবনমন ঘটছে। ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় এটি একই সাথে মানুষের নানা স্বাস্থ্যগত সমস্যাকেও উসকে দিয়েছে।

পানি দূষণজনিত কারণে পরিবেশগত বিপর্যয় অত্যন্ত বিস্তৃত ও গভীর। আর দরিদ্র শ্রেণির মানুষের উপরই এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে সর্বাধিক দূষণের শিকার মেক্সিকোর বায়ু দূষণের চেয়েও বেশি ঢাকার বায়ু দূষণ। পুরাতন যানবাহনের কালো ধোঁয়া, ইট খোলার নির্গত ধোঁয়াসহ কলকারখানার নির্গত দূষিত বায়ু ঢাকার বায়ু দূষণের জন্য প্রধানভাবে দায়ী। এছাড়া দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনাও পরিবেশকে দূষিত করছে বিভিন্ন উপায়ে। সব মিলিয়ে পরিবেশের প্রতি নির্দয় ও বিরূপ আচরণে সবুজ সংকটের এক উচ্চ ঝুঁকির মুখে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ। অপ্রিয় হলেও সত্য, মানুষের নির্বিচার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলেই এ সার্বিক সবুজ সংকট। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে খাতভিত্তিকভাবে যার অবদানও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নতিই দেশের টেকসই উন্নয়ন নয়। প্রকৃতি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি আরেকটির পরিপূরক। তাই একদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়ন, অন্যদিকে তার সাথে পরিবেশ সংরক্ষণ– দুই-ই দেশের জন্য অপরিহার্য। এমন প্রেক্ষাপটে সবুজ অর্থনীতিই হতে পারে যুগপৎ উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ বিকল্প মাধ্যম। মধ্যম আয়ের দেশের পথে আগুয়ান সবুজ সংকটে জর্জরিত দেশের জন্য বরং সবুজ অর্থনীতি এক অসাধারণ উপায়রূপে আবির্ভূত হয়েছে। আর এ পথে এখন অনেকটাই ধাবিত বাংলাদেশ।

গৃহীত কার্যক্রম

- পরিবেশবান্ধব প্রয়োজনীয় নীতিমালা, কৌশল, কর্মপরিকল্পনা, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও জারি।
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্তৃপক্ষ আইন অনুমোদন।
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থার প্রসার, যেমন– সৌর বিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের দ্রুত সম্প্রসারণ কর্মসূচি।
- নবায়নযোগ্য জ্বালানির বাণিজ্যিক উৎপাদনের উপর থেকে পাঁচ বছরের জন্য আয়কর মওকুফকরণ।
- উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা কার্যক্রম।
- পরিবহণে তুলনামূলক কম দূষণকারী জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধি ও পৌর বর্জ্য থেকে কম্পোস্ট বা জৈব সার তৈরির সিডিএম প্রকল্প চালু এবং ইতোমধ্যেই এর কার্বন ক্রেডিট লাভ।
- ইট ভাটা থেকে সৃষ্ট মারাত্মক বায়ু দূষণ হ্রাসের লক্ষ্যে এগুলোকে পরিবেশবান্ধব উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া চালুকরণ।
- Polluters Pay Principle-এর আওতায় পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্তানুসারে শিল্পসমূহের দূষণ নিয়ন্ত্রণে এনফোর্সমেন্ট ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণ।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখে Green Banking-এর নীতিমালা জারি ইত্যাদি।

৬.৬ পানি আগ্রাসন ও বাংলাদেশ

পানি আগ্রাসন

উজানের দেশ যখন তাদের সীমানায় থাকা আন্তঃসীমান্ত নদীগুলোতে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য একতরফাভাবে ড্যাম, ব্যারেজ, সুইস গেইট ইত্যাদি নির্মাণ করে এবং ভাটির দেশকে ন্যায্য পানি থেকে বঞ্চিত করে, আবার বন্যার সময় ডুবিয়ে দেয় তখন তাকে পানি আগ্রাসন বলা হয়। এক কথায়, বন্যায় ডুবে যাওয়া ও খরায় শুকিয়ে যাওয়াকে বুঝায়।

ধরন
- বর্ষায় অতিবৃষ্টির সময় এসব গেইট খুলে দেয় যা বন্যার সৃষ্টি করে।
- শুষ্ক মৌসুমে ন্যায্য পানি থেকে বঞ্চিত করা যা খরার সৃষ্টি করে।

বাঁধ

বাঁধ হলো নদীর পানির স্তর উত্তোলন বা নৌ চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় নাব্যতা রক্ষা বা সেচ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য নদীর উপর নির্মিত প্রতিবন্ধক। এর তিনটি ইংরেজি প্রতিশব্দ আছে। যথা- Dam, Barrage, Embankment। 'বাংলা একাডেমী' ডিকশেনারিতে এদের অর্থ বাঁধ।

Dam

নদীর আড়াআড়ি, সাধারণত পাহাড়ি অঞ্চলে একটি বাঁধার সৃষ্টি করে এর পেছনের জলাধারে পানি জমা রাখা তথা পানির উচ্চতা বৃদ্ধির চেষ্টা।

Barrage

সেচের জন্য পানি সংরক্ষণের জন্য নদীর উপর আড়াআড়িভাবে নির্মিত কৃত্রিম অবরোধ।

Embankment

নদীর ধার বরাবর সমান্তরাল উঁচুতে বাঁধ তৈরি করে নদীর তীরের অধিবাসীদের বন্যা থেকে রক্ষা করার জন্য।

Transboundary River (আন্তঃসীমান্ত নদী)

যে নদী এক বা একাধিক দেশের রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করেছে।

- বিশ্বে মোট আন্তঃসীমান্ত নদী আছে ২৮৬টি;
- বাংলাদেশে ৫৭ টি (ভারত-৫৪ ও মিয়ানমার-৩);
- ৬টি বাংলাদেশ থেকে ভারতে গেছে, তিনটি আবার ফেরত এসেছে;
- ৪৮ টি ভারত থেকে বাংলাদেশ এসেছে, এর মধ্যে ৩৬টিতে ভারত সরকার মোট ৫৪টি ব্যারাজ ও ড্যাম নির্মাণ করেছে।

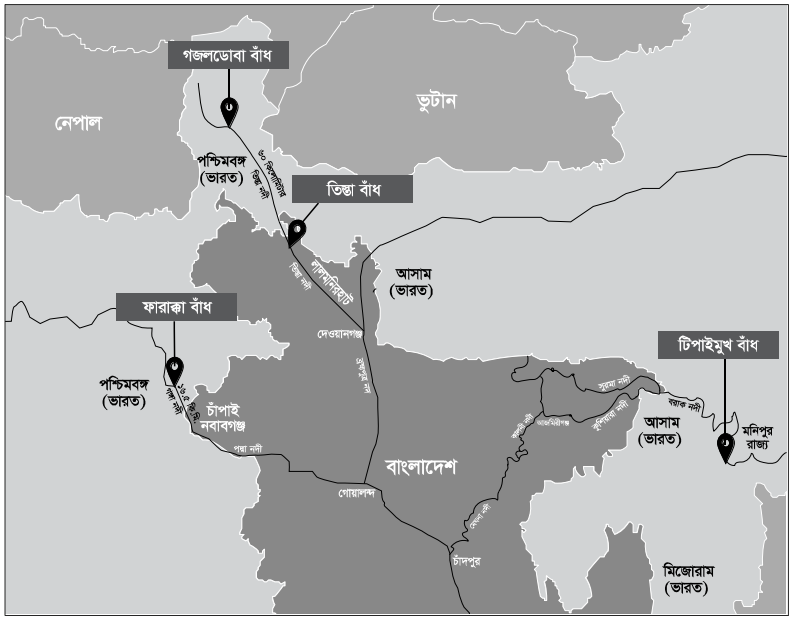

সমস্যার বাঁধগুলো

- ফারাক্কা বাঁধ
- তিস্তা বাঁধ
- টিপাইমুখ বাঁধ
- ডুমুর বাঁধ
- মহানন্দা বাঁধ
- ফেনী নদী চুক্তি

ফারাক্কা বাঁধ

এক নজরে ফারাক্কা বাঁধ

নদী	▪ গঙ্গা/পদ্মা
নদীর উৎপত্তি	▪ হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ
বাঁধের স্থান	▪ রাজমহল ও ভগবানগোলা মুর্শিদাবাদ, মনোহরপুরের কাছে। ▪ বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে ১৮/১৬.৫ কি.মি. উজানে, চাঁপাইনবাবগঞ্জের পশ্চিমে
নির্মাণ	▪ শুরু হয়- ১৯৬১; শেষ হয়- ১৯৭৫
গেট	▪ ১০৯টি
চালু	▪ ১৯৭৫ সালে মাঝামাঝিতে বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে একটি অন্তর্বর্তী চুক্তি হয়। ▪ এটি অনুযায়ী ভারতকে ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ৪১দিনের মধ্যে ১০ দিনের জন্য বাঁধের গেইট গুলো পরীক্ষামূলক ভাবে চালু করার অনুমতি দেয়া হয়। সময় শেষ হলেও তা বন্ধ করেনি। ▪ এর প্রতিবাদে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ১৬ মে, ১৯৭৬ সালে ফারাক্কা অভিমুখে ঐতিহাসিক লং মার্চ করেন।
উদ্দেশ্য	▪ ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে কলকাতা বন্দরের কাছে হুগলি নদীতে পলি জমা একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই পলি ধুয়ে পরিষ্কারের জন্য ফারাক্কা বাঁধ তৈরি করা। এটি পানির অভাবে শুকিয়ে যেতে বসা গঙ্গার শাখা নদী ভাগীরথীকে পুনরায় প্রবাহ প্রদান করবে এবং কলকাতা বন্দরকে শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবে।

প্রভাব

বছরে এ বাঁধ বাংলাদেশের প্রায় ৩০০ কোটি ডলার পরিমাণ ক্ষতি করে। এছাড়াও বহুমুখী প্রভাব ফেলে-

পলি ও কার্বন প্রবাহ হ্রাস	▪ পলি প্রবাহ ২০% কমেছে। (১৯৬০ এর তুলনায়) ফলে উৎপাদন জমির উর্বরতা হ্রাস পেয়েছে। ▪ পলির গ্রেইন সাইজ-স্পেকট্রাল প্যাটার্ন বা পলি কণার সাইজ পরিবর্তিত হচ্ছে। ▪ কার্বন প্রবাহ ৩০% হ্রাস পেয়েছে।
কৃষি জমির ভয়াবহ ক্ষতি	▪ পানিস্তর নিচে নেমে যাচ্ছে যা সেচ প্রকল্পের জন্য বাধা। ▪ মাটির আর্দ্রতা হ্রাস, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। ▪ বর্তমানে রূপসা নদীতে লবণাক্ততার পরিমাণ ৫৬৩.৭৫ মি. গ্রাম/লি
নৌ-পরিবহণ	▪ শুষ্ক মৌসুমে প্রায় ৩২০ কি.মি. এর বেশি নৌ পথের চলাচলের যোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে। ▪ নদীতে চর, নাব্যতা কম
মৎস্য উৎপাদনে ব্যাঘাত	▪ গঙ্গা/পদ্মার পানির উপর প্রায় ২০০ প্রজাতির মাছ এবং ১৮ প্রজাতির চিংড়ি চাষ নির্ভর করে। বাঁধের কারণে পানিতে TDS (Total Dissolved Solid) বেড়ে গিয়েছে। ▪ ফাইটোপ্লাঙ্কটন হচ্ছে খাদ্য চক্রের প্রথম ধাপ। মিনারেল ও নিউট্রিয়েন্ট কমে এটি ৩০% হ্রাস পাচ্ছে। ▪ গত ৩৫ বছর আগের তুলনায় মাছ উৎপাদন ২৫% হ্রাস পেয়েছে। ▪ মৎস্য চাষীদের বেকারত্ব বৃদ্ধি।
পানির দুষ্প্রাপ্যতা	▪ বেশির ভাগ অঞ্চলের পানির স্তর ৩ মিটারের বেশি কমে গেছে। ▪ WHO এর মতে পানিতে TDS এর মাত্রা ৫০০ মি.গ্রাম/ লি এর কম থাকতে হয়। কিন্তু, মানুষ বাধ্য হয়ে ১২০০ মি. গ্রাম/লি TDS এর পানি পান করছে।
মরুকরণ।	▪ রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জের পানির স্তর গড়ে প্রায় ৮-১০ ফুট নিচে নেমে গিয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে তা ১৫ ফুট। ▪ খরা মৌসুমে এখন ভরসা দ্বিতীয় স্তরের পানি। ▪ বরেন্দ্র অঞ্চলে মাটির আর্দ্রতা শুষ্ক মৌসুমে ৩৫% কমে গেছে।

চুক্তি

- ১৯৭৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ ফারাক্কা ইস্যু উত্থাপন করে। এরই প্রেক্ষিতে ২৪ নভেম্বর জাতিসংঘ একটি সর্বসাম্মত মতামত গ্রহণ করে। যা ভারত ও বাংলাদেশকে আলোচনায় বসতে উৎসাহিত করে।
- ১৯৭৬ সালের ২৪ নভেম্বর UNO ভারতকে বাংলাদেশের সাথে বসার নির্দেশ দেয়, বাংলাদেশের আবেদনের প্রেক্ষিতে।
- ১৯৭৭ সালে ৫ বছর মেয়াদি চুক্তি হয়। ১৯৭৮-১৯৮২ পর্যন্ত।
- ১৯৮২ সালে ১৮ মাসের (১৯৮৩-১৯৮৪) জন্য MoU স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৯৮৫ সালে ৩ বছরের জন্য সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৯৮৯-১৯৯৬ পর্যন্ত কোনো আইনগত ব্যবস্থা ছিল না।

গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি, ১৯৯৬ (বাংলাদেশ – ভারত)

১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ সালে ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লিতে ৩০ বছর মেয়াদে (১৯৯৬-২০২৬) বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী, প্রতি ১০ দিন পরপর ফারাক্কা পয়েন্টে পানির প্রবাহের ভিত্তিতে বণ্টন-

দিন	শর্ত	বণ্টন
১ম দশ দিন	ফারাক্কা পয়েন্টে ৭০,০০০ কিউসেক বা তার কম পানির প্রবাহ থাকলে	উভয় দেশ ৫০% করে পানি পাবে।
২য় দশ দিন	ফারাক্কা পয়েন্টে ৭০,০০০-৭৫০০০ কিউসেক পানি থাকলে	বাংলাদেশ ৩৫,০০০ কিউসেক পাবে। বাকী অংশ পাবে ভারত।
৩য় দশ দিন	ফারাক্কা পয়েন্টে ৭৫,০০০ কিউসেক বা তার বেশি থাকলে	ভারত পাবে ৪০০০০ কিউসেক, বাকী অংশ বাংলাদেশ।

- ৪০ বছরের গড় মাত্রা অনুযায়ী ভারত পানি পেতে থাকে। বাংলাদেশ যেকোনো সংকট মুহূর্তে ৩৫,০০০ কিউসেক পানি পাবে।

টিপাইমুখ বাঁধ

নদী	বরাক নদী।
স্থান	মনিপুর, ভারত। বাংলাদেশের সিলেট সীমান্ত থেকে ১০০ কি.মি. উজানে টিপাইমুখ নামক গ্রাম। সেখানে বরাক ও টুইভাই নদীর মিলনস্থল থেকে ৫০০ মিটার ভাটিতে।
চালু	২০০৯ থেকে কাজ চলমান। (১৫০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা)
প্রভাব	মেঘনা নদীর পানি প্রবাহ কমে যাবে।

বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির পরিমাণ

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ১৬৮টি দেশে মোট ১ কোটি ৬১ লাখ বাংলাদেশি কর্মী কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গিয়েছেন। বেশিরভাগ বাংলাদেশি প্রবাসী সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, বাহরাইন, কাতার, জর্ডান, লেবানন, দক্ষিণ কোরিয়া, বুনেই, মৌরিতাস, যুক্তরাজ্য এবং ইতালি কর্মরত রয়েছে। বিদেশি কর্মসংস্থানের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর সময়ে মোট বিদেশে কর্মরত জনশক্তির ৯০ শতাংশ কর্মী মধ্যপ্রাচ্যে যার সিংহভাগ সৌদি আরবে কর্মরত। এর মধ্যে শুধু ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রায় ১০ লাখ ১৫ হাজার ৩১১ জন বাংলাদেশি বিদেশে কাজের জন্য গেছেন, যার মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক (প্রায় ৭৩%) সৌদি আরব গমন করেছেন।

দেশ	জনশক্তি রপ্তানির হার
সৌদি-আরব	৭৩%
কাতার	৮%
সিঙ্গাপুর	৬%
কুয়েত	৩%
অন্যান্য	১০%

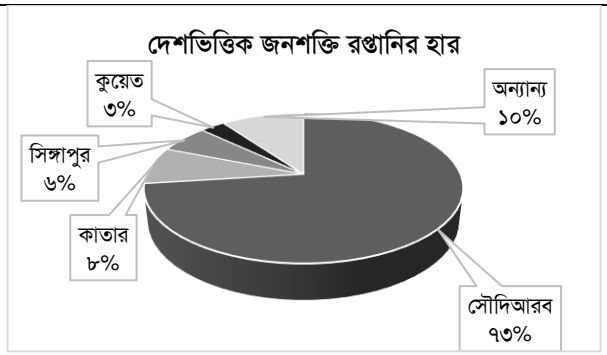

উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৫

শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি সংখ্যা

বিদেশি কর্মসংস্থান এখনও প্রধানত অর্ধ-দক্ষ এবং কম-দক্ষ কর্মীদের দ্বারা চালিত, যারা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যথাক্রমে ২০ শতাংশ এবং ৫৯ শতাংশ প্রবাসী কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি সংখ্যা	
শ্রেণি	নিযুক্ত প্রবাসী শ্রমিকের সংখ্যা
দক্ষ	১,৮৫,৩০৭
স্বল্প দক্ষ	৫,৯৬,৭৯৬
আধা-দক্ষ	২,০৩,৩৮৩
পেশাজীবী	২৯,৮২৬

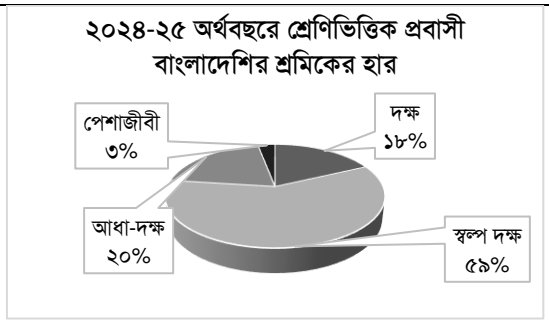

উৎস: জনশক্তি কর্ম-সংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৫

দেশভিত্তিক প্রবাসী আয়

২০২৪-২৫ অর্থবছরে, সর্বোচ্চ রেমিট্যান্সের অংশ এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA) থেকে, যা মোট রেমিট্যান্সের ১৫.৬ শতাংশ ছিল। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহের দেশভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী, সৌদি আরব দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী দেশ, যা মোট রেমিট্যান্সের ১৪.১ শতাংশ, এরপর রয়েছে সংযুক্ত আবর আমিরাত (১৩.৭%), যুক্তরাজ্য (১০.৪%) এবং মালয়েশিয়া (৯.২%)।

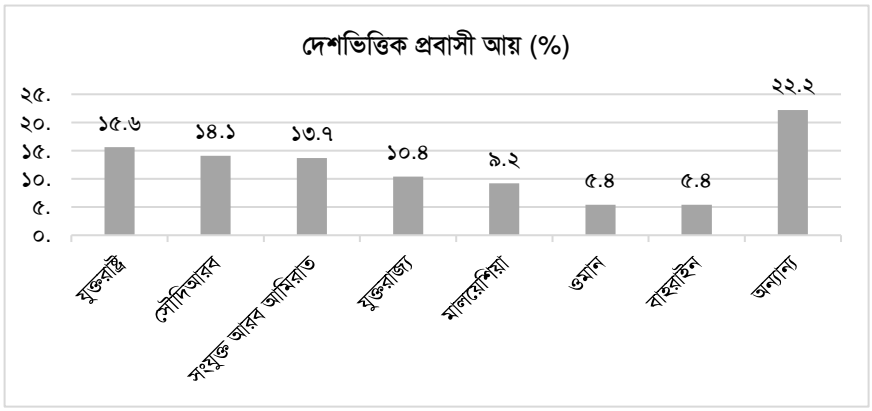

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেমিট্যান্সের অবদান

জিডিপি ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা

বাংলাদেশের জিডিপিতে রেমিট্যান্সের অবদান প্রতি বছর গড়ে ৫-৬ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপির ৬.৫৭ শতাংশ। এই অর্থ সরাসরি ভোক্তা ব্যয়, বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ে যুক্ত হয়ে অর্থনীতিকে গতিশীল করে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি ও বাণিজ্য ভারসাম্য

করোনা মহামারির সময়ে, ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স (২৪.৭৭ বিলিয়ন ডলার) এসেছে, যার ফলে ২০২১ সালের আগস্টে রিজার্ভ ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৪৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। পরবর্তীতে রিজার্ভে ধীরগতিতে পতন শুরু হলেও সাম্প্রতিক জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বাড়তে শুরু করে। এই বৃদ্ধির মূল কারণ হলো প্রবাসী আয় ও রপ্তানি আয়ের ইতিবাচক প্রবণতা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবাসীরা প্রায় ৩০.৩৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ২৬.৮৩ শতাংশ বেশি। এই অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছিল।

দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়ন

রেমিট্যান্স বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নিম্নআয়ের পরিবারগুলোর জন্য আশীর্বাদ। এই অর্থের মাধ্যমে পরিবারগুলো খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও আবাসনের মানোন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়। এর ফলে শিশুমৃত্যুর হার কমেছে, স্যানিটারি পায়খানার ব্যবহার বেড়েছে, আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিবর্তন

রেমিট্যান্স প্রধানত গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে। ঘরে ঘরে পাকা বাড়ি, টিউবওয়েল, বিদ্যুৎ সংযোগ, শপিং মল, আধুনিক রাস্তা ও যানবাহনের ব্যবহার সবকিছুর পেছনেই রেমিট্যান্সের ভূমিকা রয়েছে। প্রায় ৮০ লাখ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৪-৫ কোটি মানুষ এখন নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে প্রবেশ করেছে।

মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ

রেমিট্যান্স থেকে আসা অর্থ অনেক পরিবার সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ব্যবহার করছে। এতে নতুন শিল্প, ক্ষুদ্র উদ্যোগ, ব্যবসায় এবং কৃষি খাতে বিনিয়োগ বেড়েছে, যা উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করছে।

শিল্পোন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

বিদেশে থাকা প্রবাসীরা দেশে ফিরে ব্যবসায় করছেন বা পরিবারের সদস্যদের ব্যবসায় করতে উৎসাহিত করছেন। এতে করে নতুন নতুন শিল্প ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে উঠছে। একইসঙ্গে, বিদেশে শ্রমবাজারে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় দেশের বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে।

ভোগের হার বৃদ্ধি

রেমিট্যান্সপ্রাপ্ত পরিবারগুলোর মধ্যে ভোগক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা গৃহস্থালি পণ্য, জমি, গৃহনির্মাণ, শিক্ষাব্যয় ও স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় করছে। এর ফলে অভ্যন্তরীণ ভোক্তা বাজার চাঙা হচ্ছে, যা অর্থনীতিতে অর্থপ্রবাহকে ত্বরান্বিত করছে।

বৈশ্বিক আয়ের বৈষম্য হ্রাস

রেমিট্যান্সের মাধ্যমে উন্নত দেশ থেকে অর্থ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে প্রবাহিত হয়, যা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা ও আয়ের বৈষম্য হ্রাসে সাহায্য করে।

সংকটকালীন অর্থনৈতিক সহায়তা

২০০৮ সালের বৈশ্বিক মন্দা কিংবা কোভিড-১৯ মহামারির সময় রপ্তানি আয় হ্রাস পেলেও রেমিট্যান্স স্থিতিশীল থেকেছে। তখন রেমিট্যান্স জাতীয় অর্থনীতিকে রক্ষা করেছে। জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে রেমিট্যান্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে।

বৈদেশিক সাহায্যের বিকল্প

বর্তমানে আমাদের অর্থনীতি বহুলাংশে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল যার কোনো ইতিবাচক ফলাফল বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিসরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না, বরং এ ঋণের বোঝা বহন করে জাতীয় অর্থনীতি ভীষণভাবে নাজুক। এমতাবস্থায় বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো অর্থ এ নির্ভরতা হ্রাস করে স্বনির্ভর অর্থনীতির ভীত নির্মাণে সহায়তা করতে পারে।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সরকারের গৃহীত কর্মসূচি

আর্থিক সাহায্য

কর্মসূচির নাম	উদ্দেশ্য	চালুর সময়	বর্তমানে উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ)	২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকা)	মাসিক ভাতা
বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি	সমাজের দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান	১৯৯৭-৯৮	৬০.০১	৪৭৯১.৩১	৬০০
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম	দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ ও অনগ্রসর নারীর সামাজিক সুরক্ষা ও তাদের ক্ষমতায়ন	১৯৯৮-৯৯	২৭.৭৫	২২৭৭.৮৩	৫৫০
প্রতিবন্ধী ভাতা	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক মর্যাদা উন্নীতকরণ এবং তাদের সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ	২০০৫-০৬	৩৩.৩৪	৩,৮৪৫.০৪	৮৫০
বেদে, হিজড়া ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান কর্মসূচি	তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	২০১২-১৩	২.৬৯	২২৩.০৫	-
মা ও শিশু কল্যাণ কর্মসূচি (দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল)	দরিদ্র ও কর্মজীবী মায়েদের সহায়তা প্রদান	২০১৯	১৬.৫৫	১৮৪৯.২৪	-
প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য ছাত্র উপবৃত্তি	অতি দরিদ্র শিশুদের স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রণোদনা প্রদান	২০০২	১১৪	১৬৭৫.৭৩	-
ইমপ্রুভিং একসেস এন্ড রিটেনশান থ্রু হারমোনাইজড স্টাইপেন্ড প্রোগ্রাম	দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি ও ঝরে পড়ার হার কমানো	২০১৯	৬৩.৭৫	২৭৩২.২৪	-
মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা	মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।	১৯৯৬		৪৮০০	-

ফ্যামিলি কার্ড

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের অন্যতম যুগান্তকারী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হলো 'ফ্যামিলি কার্ড'। দেশের বেকার, দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর আর্থিক সংকট দূর করতে এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, এই কার্ডের মাধ্যমে সরাসরি নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে, যা প্রচলিত অন্যান্য সামাজিক ভাতার চেয়ে অন্তত দ্বিগুণ।

ফ্যামিনি কার্ড

ফ্যামিলি কার্ড মূলত একটি বিশেষ ডেটাবেস ভিত্তিক পরিচয়পত্র, যার মাধ্যমে যোগ্য পরিবারগুলো নিয়মিত সরকারি আর্থিক অনুদান পাবে। এই কার্ডের অর্থ সরাসরি পরিবারের গৃহকর্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হবে, যা নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করবে। সরকার আগামী ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে দেশের ৫০ শতাংশের বেশি যোগ্য পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে প্রথম ধাপে ৩৭,৫৬৭ পরিবারকে মাসিক ২৫০০ টাকা নগদ সহায়তা দেওয়া হবে। জি-টু-পি পদ্ধতিতে সরাসরি মোবাইল ওয়ালেট বা ব্যাংক একাউন্টে এই টাকা পৌঁছে যাবে। ১০ মার্চ, ২০২৬ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ফ্যামিলি কার্ড প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন। ১৪টি পাইলট প্রজেক্ট এলাকায় এই অর্থ দেওয়া শুরু হয়েছে। এলাকাগুলো হলো- রাজধানীর বস্তি (কড়াইল, সাততলা, ভাসানটেক, শাহআলী, বাগানবাড়ী), রাজবাড়ী, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, খুলনা, ভোলা, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, বগুড়া সদর, নাটোর, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর।

ফ্যামিলি কার্ডের বিশেষ সুবিধাসমূহ

নতুন সরকারের এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন। এর প্রধান সুবিধাগুলো হলো- বর্তমানে প্রচলিত বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা বা অন্যান্য ভাতার তুলনায় এই কার্ডের আর্থিক সহায়তার পরিমাণ অন্তত দ্বিগুণ হবে। কার্ডের অর্থ সরাসরি পরিবারের নারী বা গৃহকর্ত্রীর কাছে পৌঁছাবে। এতে নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। বেকার বা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলো নিয়মিত ভাতার মাধ্যমে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে পারবে।

কৃষক কার্ড

কৃষি খাতে সরকারের দেওয়া ভর্তুকি, ঋণ ও প্রণোদনার মতো সুবিধা কৃষকের কাছে সহজলভ্য করতে কৃষকদের কার্ডের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আগামী ৪ বছরে ১ কোটি ৬৫ লাখ কৃষকের হাতে এই কৃষক কার্ড বিতরণ করা হবে। প্রাথমিকভাবে কৃষক কার্ডের ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ বছরে ৬৮১ কোটি টাকা। এই কার্ডে কৃষকের ৪৫ ধরনের তথ্য থাকবে। মৎস্যচাষি ও দুগ্ধখামারিরাও এ কার্ডের সুবিধা পাবেন।

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ কর্মসূচির আওতায় ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকেরা গড়ে ২,৫০০ টাকা করে ভর্তুকি বা কৃষি উপকরণ সহায়তাসহ একজন কৃষক প্রাথমিকভাবে ১০ ধরনের সুবিধা পাবেন। সুবিধার মধ্যে থাকছে ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ, সরকারি ভর্তুকি, সরকারি প্রণোদনা, ন্যায্যমূল্যে সেচসুবিধা, সহজ শর্তে কৃষিঋণ, কৃষি বিমাসুবিধা, ন্যায্যমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সুবিধা, কৃষিবিষয়ক প্রশিক্ষণ, আবহাওয়ার তথ্য ও রোগবালাই দমনে পরামর্শ।

এ কার্ডের আওতায় জমির পরিমাণ অনুযায়ী কৃষক সার কিনতে পারবেন। প্রথম ধাপে ২১ হাজার ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষককে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ৫ শতাংশের কম জমির মালিক হলে ভূমিহীন, ৫ থেকে ৪৯ শতাংশের মালিক হলে প্রান্তিক ও ৫০ থেকে ২৪৯ শতাংশ জমির মালিক হলে তাকে ক্ষুদ্র কৃষক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৪ এপ্রিল, ২০২৬ পরীক্ষামূলকভাবে 'কৃষক কার্ড' বিতরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন।

খাদ্য সাহায্য

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি

এই কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ের অতি দরিদ্র পরিবারগুলোকে (বিশেষ করে বিধবা, বয়স্কা, নারীপ্রধান ও নিম্ন আয়ের দুঃস্থ পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে) তালিকাভুক্ত করা হয়। প্রতি বছর কর্মসংকটকালীন পাঁচ মাস ধরে তালিকাভুক্ত পরিবারগুলোকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল ১৫ টাকা কেজি মূল্যে সরবরাহ করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ কর্মসূচির অধীনে ৪৯.৬৩ লক্ষ উপকার ভোগীর মধ্যে মোট ৭.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

ওএমএস (সাধারণ)

নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্যনিরাপত্তায় বাজারমূল্যের নিচে চাল-আটা বিক্রির জন্য ওএমএস কর্মসূচি চালু হয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে ৩.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল ও ৩.৯৫ লক্ষ মে.টন গমের আটা বিতরণ হয়েছে।

ওএমএস (টিসিবি)

টিসিবি কার্ডধারীদের সাশ্রয়ী দামে চালসহ অন্যান্য পণ্য সরবরাহ করতে ওএমএস এর মাধ্যমে প্রায় ৪.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে ২০২৪-২৫ সালে।

পুষ্টিচাল বিতরণ

ভিজিডি কর্মসূচিতে প্রথমে ৩ জেলার ৫ উপজেলায় শুরু হওয়া পুষ্টিচাল বিতরণ বর্তমানে ১৭০ উপজেলায় চলছে। পাশাপাশি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে ২৫৬ উপজেলায় ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ পুষ্টিচাল বিতরণ করা হচ্ছে।

কাবিখা ও কাবিটা

দরিদ্রদের কর্মসংস্থান ও খাদ্য নিরাপত্তায় গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের কাজের বিনিময়ে চালু হয়েছে কাবিখা (কাজের বিনিময়ে খাদ্য) ও কাবিটা (কাজের বিনিময়ে টাকা) কর্মসূচি। ২০২৪-২৫ সালে কাবিটায় ১,০৫৩ কোটি টাকা ও কাবিখায় ১৪০০০০ টন চাল-গম বরাদ্দ হয়েছে; উপকারভোগীর সংখ্যা ১,২১,১৪,৮৮৩।

ভিজিএফ (VGF)

দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে বিরত থাকা জেলে ও দরিদ্র মানুষকে উৎসবে সহায়তা দেয়া হয়। ২০২৩-২৪ সালে উপকারভোগী পরিবার ১,০০,৬৬,৯০০টি।

টি.আর (TR)

দুর্যোগকালে দরিদ্রদের নগদ অর্থ সহায়তায় টিআর কর্মসূচি চালু রয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে বরাদ্দ ১১১২.৬৬ কোটি টাকা।

অভীষ্টসমূহ

দারিদ্র্য বিমোচন: সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান।	**ক্ষুধামুক্তি:** ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার।	**সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ:** সকল বয়সি সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ।
গুণগত শিক্ষা: সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ	**লিঙ্গ সমতা:** জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন।	**নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন:** সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি: সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা।	**শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি:** সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।	**শিল্প উদ্ভাবন ও অবকাঠামো:** অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনের প্রসারণ।
অসমতার হ্রাস: অন্তঃ ও আন্তর্দেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা।	**টেকসই নগর ও জনপদ:** অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাত সহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা।	**পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন:** পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করা।
জলবায়ু কার্যক্রম: জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ।	**জলজ জীবন:** টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার।	**স্থলজ জীবন:** স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের টেকসই ব্যবহার, মরুকরণ, ভূমি ক্ষয়রোধ ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ।
শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান: শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থা, ন্যায় বিচারের পথ সুগম ও সকল স্তরে কার্যকর জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন।		**অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব:** টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালীকরণ।

এসডিজি ও বাংলাদেশ

এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি

যদিও বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের ক্ষেত্রে শীর্ষ অবস্থানে ছিল, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে দেশটি পিছিয়ে পড়ছে। জাতিসংঘের ২০২৪ সালের টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৬৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৭তম, যেখানে ২০২৩ এবং ২০২২ সালে তা ছিল যথাক্রমে ১০৪তম ও ১০১তম। প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশ এসডিজির ১৩ নম্বর অভীষ্ট (জলবায়ু কার্যক্রম) অর্জন করতে পেরেছে। তবে ৩, ৬, ৭, ১১, ১৪, ১৫, ১৬ এবং ১৭ নম্বর অভীষ্ট বাস্তবায়নে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এছাড়া ১, ২, ৪, ৫, ৮, ৯ এবং ১০ নম্বর অভীষ্ট অর্জনের পথেও রয়েছে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ। ৪ নম্বর অভীষ্ট, গুণগত শিক্ষা, অর্জনে বাংলাদেশ সঠিক পথে রয়েছে, আর ১, ২, ৩, ৫, ৭ ও ৯ নম্বর অভীষ্টে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। তবে ১৬ নম্বর অভীষ্ট (শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান) অর্জনে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, ৫, ৮, ১০, ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৭ নম্বর অভীষ্টে আগের অবস্থানে রয়েছে, কোনো দৃশ্যমান উন্নতি হয়নি। পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিবেদনে জানানো হয়, এসডিজির ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে মাত্র ২৯.৭ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা সঠিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে।

[তথ্যসূত্র: UN Sustainable Development Report]

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের সম্ভাব্য ফলাফল

- দারিদ্র্যসীমা শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে আসা যাবে।
- মৌলিক চাহিদা অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার চাহিদা পূরণ হবে।
- জেন্ডার সমতাবিধান ও নারী এবং মেয়েদের ক্ষমতায়নের ফলে সমাজের সকল স্তরে নারী নির্যাতন হ্রাস পাবে।
- গ্রাম ও শহরে বিশুদ্ধ পানি ও সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা গেলে ভালোভাবে বেঁচে থাকার পরিবেশ তৈরি হবে।
- বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন হবে।
- টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানি বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
- সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে নৈরাজ্য কমে আসবে এবং স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।
- গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী হলে রাজনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস পাবে।
- বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে অংশীদারিত্ব বাড়ানোর ফলে অনেক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিরসন হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্য

বাংলাদেশে দারিদ্র্য কমলেও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর দারিদ্র্য মানচিত্রের তথ্য অনুযায়ী এখনো প্রায় ১৯.২% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। নগর ও গ্রামীণ অঞ্চলের মধ্যে আয় ও সুযোগের পার্থক্য এবং ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য টেকসই উন্নয়নের জন্য বড় বাধা হিসেবে রয়ে গেছে।

চাকরির সুযোগ ও দক্ষতার ঘাটতি

প্রতি বছর প্রায় ২০ লাখ তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করলেও, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান না থাকায় অনেকে বেকার থাকছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) তথ্য অনুসারে, বেকারত্বের হার ৫.৩% এবং শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪ অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বেকারত্বের হার ৩.৬৬%। তাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম।

জলবায়ু সংকটের প্রভাব

বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা এবং নদীভাঙনের কারণে প্রতি বছর বিপুল মানুষ বাসস্থান হারাচ্ছে। জার্মানওয়াচের ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ, যার প্রভাব পড়ছে কৃষি, জীবনযাপন ও খাদ্য নিরাপত্তার ওপর।

শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫ অনুযায়ী ২০২৪ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি হার ৯৪.৫৫%, তবুও ঝরে পড়ার হার প্রায় ১৬.২৫%। দক্ষ শিক্ষক, মানসম্পন্ন শিক্ষা উপকরণ ও অবকাঠামোর অভাবের কারণে শিক্ষার গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যা এসডিজি-৪ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

স্বাস্থ্য খাতের দুর্বল অবস্থা

গ্রামীণ এলাকায় মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া এখনো কঠিন। DGHS এর মতে প্রতি ১০ হাজার মানুষের জন্য চিকিৎসকের সংখ্যা প্রায় ৮.৩ জন। যদিও মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুর হার কমেছে, তবুও স্বাস্থ্যকাঠামো ও মানবসম্পদের ঘাটতি উন্নয়নকে ব্যাহত করছে।